দৈনিক বাংলা

21 DEC 1991
তারিখ 21 DEC 1991
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ৭ ...

মহানগরীর শিক্ষায় অক্টোপাসের থাবা

স্কুলে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ঃ যাতায়াতে ঝুঁকি

আবদাল আহমদ ঃ ফকিরেরপুলের ঘিঞ্জি এলাকার একটি গলি। রিকশা কোনমতে ঢুকলেও অন্যকোন গাড়ি ঢুকতে পারে না। পাশ দিয়ে বয়ে গেছে এঁদো নর্দমা। চারদিকে পুঁতিদুর্গন্ধময় নোংরা পরিবেশ। সূর্যের আলো ঢোকে না। মুক্ত বাতাস খেলে না। এমনি একটি গলির মধ্যে একটি আবাসিক বাড়ির গায়ে সাঁটানো রয়েছে কিন্ডারগার্টেন স্কুলের সাইনবোর্ড।

ছোট্ট একটি কক্ষে শিক্ষকের মাথার ওপর একটি ফ্যান দিয়ে ৩০/৩৫ জন ছাত্র-ছাত্রীকে গাদাগাদি করে বসানো হয়েছে। নেই খেলার মাঠ, নেই লাইব্রেরী। কমনরুম বা ইনডোর গেমসেরও নেই (শেষ পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

(প্রথম পৃঃ পর)

স্কুলে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ঃ যাতায়াতে ঝুঁকি

কোন ব্যবস্থা।

এমনিভাবে শহরের অলিগলিতে গজিয়েছে কিন্ডারগার্টেন ও ইংলিশ মিডিয়াম নামধারী অসংখ্য স্কুল। ভাড়া বাড়িতে অবস্থিত এসব স্কুলের সামগ্রিক পরিবেশ অস্বাস্থ্যকর।

অপরদিকে মহানগরীর সরকারী-বেসরকারী প্রাইমারী ও হাইস্কুলের ক্ষেত্রেও রয়েছে এক নৈরাশ্যজনক চিত্র। স্কুলগুলো বেশীরভাগই অপরিকল্পিতভাবে গড়ে উঠেছে। শিশু স্বাস্থ্যের জন্য স্কুলের পরিবেশ অনুকূল বলা যায় না।

রাজধানীর সরকারী-বেসরকারী স্কুল ও কিন্ডারগার্টেন সম্পর্কে অভিভাবকদের রয়েছে অসংখ্য অভিযোগ। এই অভিযোগের মধ্যে আবাসিক পরিবেশের সমস্যাই প্রধান। এ সম্পর্কে খোঁজ নিতে গিয়ে পরিলক্ষিত হয় এক করুণ চিত্র।

স্বাস্থ্য ঝুঁকি

রাজধানীর অধিকাংশ স্কুলে বিরাজ করছে ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাস্থ্য ঝুঁকি। স্কুলে এখন ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয় না। আগে নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হত। মহানগরীর স্কুলগুলোতে স্বাস্থ্য বিভাগ থেকে স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হত। শিক্ষকরাও ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাস্থ্যের ব্যাপারে কড়া নজর রাখতেন। এখন স্কুলগুলোই যেন অস্বাস্থ্যের কারণ।

মহানগরীর অনেক স্কুলে গিয়ে দেখা গেছে অস্বাস্থ্যকর নানা পরিবেশ। পায়খানা-প্রস্রাবখানার পাশে যাওয়া যায় না। সপ্তাহ বা পনের দিনেও এসব পরিষ্কার করা হয় না। চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে দুর্গন্ধ। এরফলে অনেকক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাস করাই অসম্ভব হয়ে পড়ছে।

মহানগরী ঢাকায় 'ইউরিনাল ইনফেকশনে' ভুগছে প্রায় ২৪ শতাংশ লোক। এর মধ্যে মেয়েদের সংখ্যা ৮ শতাংশ এবং শিশুদের সংখ্যা ৫ থেকে ৬ শতাংশ। শিশু ও মেয়েদের বেশীরভাগই স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী। কিডনী রোগ বিশেষজ্ঞ প্রফেসর হারুন-উর-রশীদ এ তথ্য প্রকাশ করেন। সম্প্রতি এ বিষয়ে তিনি মহাগরীতে একটি সমীক্ষা চালান।

মহানগরীর স্কুলগুলোতে টয়লেটের অপ্রতুলতা এবং অনেকক্ষেত্রে টয়লেট নোংরা থাকার কারণে ছাত্র-ছাত্রীরা স্কুল ছুটির পর বাসায় গিয়ে টয়লেট ব্যবহার করে। এরফলে 'ইউরিনাল ইনফেকশন' দেখা দিচ্ছে। প্রফেসর হারুন-উর-রশীদ জানান, শিশু ও মেয়েদের জন্য এটা খুব ভয়ংকর। প্রস্রাব চেপে রাখলে পেশীর উপর চাপ পড়ে। ফলে প্রস্রাব ধরে রাখার ক্ষমতা লোপ পায় এবং দ্রুত ইনফেকশন ছড়িয়ে পড়ে। ভিকারুন্নেছা স্কুল, মতিঝিল গভঃ বয়েজ ও গার্লস স্কুল, অগ্রণী বালিকা বিদ্যালয়, গভঃ ল্যাবরেটরী স্কুলের মত নামীদামী স্কুলেও রয়েছে এই ধরনের সমস্যা।

অপরদিকে পুরনো ঢাকা, মগবাজার, খিলগাঁ, তেজগাঁও ইত্যাদি এলাকার বেশ কিছু স্কুলের সামনে রয়েছে নানা ধরনের শিল্পকারখানা। এসব কারখানার একটানা শব্দ, ধোঁয়া এবং পরিবেশ দূষণের নানা উপাদান ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য হুমকি হয়ে দেখদিয়েছে।

স্কুলের সামনে অখাদ্য-কুখাদ্যের দোকান

মহানগরীর স্কুলগুলোর সামনে বিনা বাধায় বিক্রি হচ্ছে অখাদ্য-কুখাদ্য। একশ্রেণীর ফেরিওয়ালা মুখরোচক নানা খাবার নিয়ে হাজির হয় ছাত্র-ছাত্রীদের সামনে। আমের আচার, তেঁতুলের আচার, চটপটি, ভাজাপোড়া, ফুসকা, আইসক্রীম ইত্যাদি জিনিস নিয়ে এসব ফেরিওয়ালা স্কুলের সামনে বসে থাকে। স্কুল ছুটির পর ছাত্র-ছাত্রীরা হুমড়ি খেয়ে পড়ে এসব ফেরিওয়ালার উপর। টাকা দিয়ে এসব খাবার কিনে খায়। অথচ এই খাবারগুলো খোলা অবস্থায় রাখা হয়। এর উপর মশা-মাছি ভন ভন করে, রাস্তার ধুলোবালি পড়ে। পচা-বাসী এসব খাবার ফেরিওয়ালারা ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে বিক্রি করে। ফলে অনেক ছাত্র-ছাত্রী পেটের পীড়াসহ নানা ধরনের রোগে ভুগে থাকে। এসব খাবার খেয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা জন্ডিসে আক্রান্ত হচ্ছে বলেও অভিযোগ পাওয়া গেছে। অভিভাবকরা জানান, স্কুল কর্তৃপক্ষ যেন এসব ফেরিওয়ালাকে স্কুল-বাউন্ডারীর মধ্যে প্রবেশ করতে না দেন সেজন্য অনুরোধ করা হয়েছে। কিন্তু স্কুল কর্তৃপক্ষ তাতে কর্ণপাত করেন না। অভিভাবকরা এ ব্যাপারে ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বিগ্ন।

অপরিকল্পিত স্কুল

রাজধানীতে মহল্লাভিত্তিক স্কুল গড়ে উঠেনি। বহু স্কুলই গড়ে উঠেছে অপরিকল্পিতভাবে। এরফলে ছাত্র-ছাত্রীদের যাতায়াত সমস্যা প্রকট। সন্তানদের স্কুলে পাঠানো নিয়ে অভিভাবকরা প্রায় উদ্বিগ্ন থাকেন। দূরের ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাসে উপস্থিত হতে প্রায়ই লেট হয়। তাদের শিক্ষকদের বকুনি খেতে হয়। অনেক অভিভাবক নিরাপত্তার কথা ভেবে ছাত্র-ছাত্রীদের একা স্কুলে পাঠান না। সন্তানদের তারা নিজেরা স্কুলে পৌঁছে দেন এবং ছুটি হলে স্কুল থেকে বাড়িতে নিয়ে আসেন। এরফলে বাড়তি যাতায়াত খরচ গুণতে হয়। একজন অভিভাবক জানান, সন্তানের স্কুলে আসা-যাওয়া বাবদ অভিভাবকদের গড়ে ৫শ থেকে ৬শ টাকা খরচ হয়ে থাকে। তিনি জানান, স্কুলগুলো কোন সুষ্ঠু পরিকল্পনায় গড়ে না ওঠায় দেখা যায় মতিঝিলের ছাত্র-ছাত্রীদের ধানমন্ডিতে আবার ধানমন্ডি এলাকার ছাত্র-ছাত্রীদের মতিঝিল এলাকায় গিয়ে স্কুলে পড়তে হয়। তিনি জানান, মহল্লাভিত্তিক স্কুল প্রতিষ্ঠিত হলে এবং যে মহল্লায় স্কুল সেই মহল্লার ছাত্রদের ভর্তি করা হলে একদিকে যেমন ভর্তি সমস্যা নিরসন হত, তেমনি অভিভাবকরাও দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত হতে পারতেন। যাতায়াত সমস্যা সম্পর্কে তিনি বলেন, কোন কোন কিন্ডার গার্টেন মোটা অংকের টাকার বিনিময়ে ভ্যানগাড়ি দিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের আনা-নেয়া করে। কিন্তু স্কুলগুলোর কোন নিজস্ব গাড়ি নেই। কোন কোন বাস ও মিনিবাস মালিক নিজেরা স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের টাকার বিনিময়ে আনা-নেয়া করে থাকে।

35